গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কাপ্তাই।
Web: www.bspi.gov.bd
E-mail: principal.bspi@yahoo.com

"বিজ্ঞপ্তি"

ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, "মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন" উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিম্মোক্ত সময়সূচি অনুযায়ী অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

"মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন" উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানসূচি			
অনুষ্ঠান	তারিখ ও সময়	বিষয়	স্থান
ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীণ/প্রাথমিক প্রতিযোগিতা	০৮-০৩-২০২২খ্রি: মঙ্গলবার সকাল ০৯:০০ ঘটিকা	(ক) জাতীয় সংগীত পরিবেশন(দলগত) (খ) কবিতা আবৃত্তি : ১. স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো : নির্মলেন্দু গুণ ২. যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতির্বলয় : শামসুর রহমান ৩. আমার পরিচয় : সৈয়দ শামসুল হক (গ) সংগীত পরিবেশন (একক): ১. তুমি বাংলার ধ্রুবতারা, কথা: কামাল চৌধুরী,সুর: নকিব খান ২.বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়, কথা: মো: আবেদুর রহমান, সুর: সুধীন দাস গুপ্ত	সিভিল উড (পূর্ব পাশে) ইনস্টিটিউট
রচনা প্রতিযোগিতা		(ঘ) রচনা : রূপকল্প-২০৪১ (১০০০ শব্দের মধ্যে) স্ব-হস্তে লিখিত রচনা A4 সাইজের কাগজে জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক), মোবাইল নম্বর: ০১৮৫১৪৯১১২৩- এর নিকট আগামী ০৮-০৩-২০২২খ্রি: তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।	
ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ও স্মৃতিচারণ, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ	১২-০৩-২০২২খ্রি: শনিবার সকাল ০৯:০০ ঘটিকায়	ক) চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা (জাতীয় সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত) খ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গ) মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট স্মৃতিচারণ ঘ) আলোচনা সভা ঙ) পুরস্কার বিতরণ	সিভিল উড (পূর্ব পাশে) ইনস্টিটিউট

৮/৩/২২
(মোহাম্মদ কামাল হোসেন)
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)
ও
আহবায়ক
"মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন" উদযাপন কমিটি

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. অধক্ষ, বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই।
২. বিভাগীয় প্রধান (সকল), অত্র ইনস্টিটিউট [ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচারের জন্য অনুরোধ সহকারে]
৩. নোটিশ বোর্ড-শিক্ষায়তন/ছাত্রাবাস/ছাত্রী নিবাস, অত্র ইনস্টিটিউট।
৪. সংরক্ষণ নথি।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো: নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?
জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ ... ।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান,- এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখন্ড অখন্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।
কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মত শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: "কখন আসবে কবি?' "কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অত:পর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:

যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতির্বলয়

শামসুর রহমান

যখন সুবেসাদিকে মুয়াজ্জিনের আজান
চুমো খেলো শহরের অট্টালিকার নিদ্রিত গালে,
ফুটপাতের ঠোঁটে, ল্যাম্পপোস্ট আর
দোকানপাটের নিঝুম সাইনবোর্ডের চিবুকে, বস্তির শীর্ণ শিশুর
শুকিয়ে যাওয়া ঘামের চিহ্নময় কপালে,
লেকের পানির নিথয়, পাখির নীড়ের স্নিগ্ধ নিটোল শান্তিতে,
তখন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে
কয়েকটি কর্কশ অমাবস্যা ঢুকে পড়ল। অকস্মাৎ
স্বপ্নাদ্য হরিণের আর্তনাদে জেগে উঠে তিনি, প্রশস্তবক্ষ, দীর্ঘকায়,
সুকান্ত পুরুষ, যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতি-বলয়,
এসে দাঁড়ালেন অসীম সাহসের প্রতিভূ।
কতিপয় কর্কশ অমাবস্যা, যাদের অন্ধকার থেকে
বেরিয়ে আসছিল পরিকল্পিত উন্মত্ততার বীভৎস জিভ,
তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলো এক ঝাঁক দমকা বুলেট। ঈষৎ বিস্ময়-বিহ্বল,
অথচ স্থির, অটল নির্ভীক তিনি অমাবস্যার দিকে
আঙুল উঁচিয়ে ঢলে পড়লেন সিঁড়িতে। সেই মুহূর্তে
বাংলা মায়ের বুক বিদীর্ণ হলো; মেঘনা, পদ্মা, যমুনা, সুরমা,
আড়িয়াল খাঁ, ধরলা, ধলেশ্বরী, কুমার, কর্ণফুলি, বুড়িগঙ্গা এবং
মধুমতি তাজা রক্তে উঠল কানায় কানায়। বাংলায়
লহু-রাঙা ফোরাত বয়ে গেল, সীমারের নির্লোম বুক, শাণিত খঞ্জর,
ইমাম হোসেনের বিষণ্ন মুখ আর কারবালা প্রান্তর ভেসে উঠল দৃষ্টিপথে!

আকাশের মেঘমালা, এই গাঙ্গের বদ্বীপের সকল গাছপালা,
হঠাৎ জেগে-ওঠা প্রতিটি পাখি,
হাওয়ায় কম্পিত ঘাসের ডগা, সকল ফুলের অন্তর
হয়ে গেল দিগন্ত-কাঁপানো মাতম;
বাংলাদেশ ধারণ করল মহররমের সিয়া বেশ।

সদর রাস্তায় একচক্ষু দানবের মতো ট্যাঙ্কের উলঙ্গ ঘর্ঘর
আজানের ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিতে চাইল,
লাঞ্ছিত করল নিসর্গের প্রশান্ত সম্ভ্রমকে,
প্রত্যুষের থমথমে, ফ্যাকাশে মুখে লেগে রইল
নব পরিণীতার রক্তের ছোপ, যার হাতে
তার বুকের রক্তের মতেই টাটকা মেহেদির রঙ,
প্রত্যূষ মুখ লুকিয়ে ফেলতে চাইল
ভয়ার্ত বালক রাসেলের দিকে অমাবস্যাকে অগ্রসর হতে দেখে,

কতিপয়, অমাবস্যাকে হায়েনা-চোখে
মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখে
প্রত্যূষ থমকে দাঁড়াল, ধিক্কারের ভাষা স্তব্ধতায় হলো বিলীন।

স্মরণ করতে চাই না সেই সব পাশব হাতকে,
যেগুলো মারণাস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিল তাঁর বুক লক্ষ্য করে
যিনি দুঃখিনী বাংলা মায়ের মহান উদ্ধার;
আমাদের দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গে ভস্মীভূত হোক সেসব হাত,
যেগুলো মেতেছিল নারী হত্যা আর শিশু হত্যায়,
আমাদের থুতুতে পচে যাক সেসব হাত,
যেগুলো তাঁকে মাটি-চাপা দিতে চেয়েছিল

জনস্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে, অথচ তিনি মধুমতি নদীর তীরে
গাছপালা, লতাগুল্মঘেরা টুঙ্গিপাড়ায়
দীঘল জমাট অশ্রুপুঞ্জের মতো সমাহিত হয়েও
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ঔজ্জ্বল্য আর মহিমা নিয়ে
ফিরে এলেন নিজেরই ঘরে, জনগণের নিবিড় আলিঙ্গনে।
দেশের প্রতিটি শাপলা শালুক আর দোয়েল,
ফসল তরঙ্গ আর পল্লীপথ প্রণত তাঁর অপরূপ উদ্ভাসনে এবং
শ্রাবণের অবিরল জলধারা অপার বেদনায় জমাট বেঁধে
আদিগন্ত শোক দিবস হয়ে যায়।

আমার পরিচয়

- সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়
আমি বাংলায় কথা বলি।
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে ?

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।

আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারোভূঁইয়ার থেকে
আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি' 'মহুয়ার পালা' থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।

এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্যসেনের থেকে
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে
শুধাও আমাকে 'এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে ?

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই-
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজো একসাথে থাকবোই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।

পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের-
কখনোই ভয় করিনাকো আমি উদ্যত কোনো খড়গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজায়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস;
আপোষ করিনি কখনোই আমি- এই হ'লো ইতিহাস।

এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান ?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তারই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি-
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস পায়ে উর্বর পলি।

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা

কথাঃ কামাল চৌধুরী

সুর: নকিব খান

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর ||

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর ||

তোমার স্বপ্নে পথচলি আজো
চেতনায় মহীয়ান
মুজিব তোমার অমিত সাহসে
জেগে আছে কোটি প্রাণ||

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর ||

বাংলা মায়ের রক্ত পলাশ
হৃদয় পদ্ম তুমি
তোমার নামে গর্বিত জাতি
আমার জন্মভূমি।।

তোমার স্বপ্নে পথচলি আজো
চেতনায় মহীয়ান
মুজিব তোমার অমিত সাহসে
জেগে আছে কোটি প্রাণ||

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর ||

পদ্মা মেঘনা মধুমতি জলে
স্মৃতির নাও ভাসে
তোমার মহিমা দিগন্তে দেখি
মুক্তির নিঃশ্বাসে।।

তোমার স্বপ্নে পথচলি আজো
চেতনায় মহীয়ান
মুজিব তোমার অমিত সাহসে
জেগে আছে কোটি প্রাণ||

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়

কথাঃ মোঃ আবেদুর রহমান

সুরঃ সুধীন দাস গুপ্ত

বঙ্গবন্ধু ,
ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন
বাংলায়, তুমি আজ
ঘরে ঘরে এত খুশী তাই
কি ভালো তোমাকে বাসি আমরা
বলো কি করে বোঝাই ।

এদেশ কে বলো তুমি
বলো কেন এত ভালবাসলে
সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের
এত কাছে কেন আসলে ।

এমন আপন আজ বাংলার
তুমি ছাড়া কেউ আর নাই
বলো কি করে বোঝাই ।

সারাটা জীবন তুমি
নিজে শুধু জেলে জেলে থাকলে
আর তব স্বপ্নের সুখি এক বাংলার
ছবি শুধু আঁকলে ।

তোমার নিজের সুখ সম্ভার
কিছু আর দেখলে না তাই ,
বলো কি করে বোঝাই ।

বঙ্গবন্ধু ,
ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন
বাংলায়, তুমি আজ
ঘরে ঘরে এত খুশী তাই
কি ভালো তোমাকে বাসি আমরা
বলো কি করে বোঝাই ।